শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

প্রসপেক্টাস

কলেজ

এইচএসসি ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীদের
বিদায় সংবর্ধনা
শহিদ বীর-উত্ত
আনোয়ার পার্লস

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা সেনানিবাসের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত **'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ'**-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে তখন এটি 'ক্যান্টনমেন্ট মর্ডান স্কুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়। সে সময় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। পরবর্তীকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্ড লে. মো. আনোয়ার হোসেন, বীর-উত্তম এর নামে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'শহীদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯৯০ সালে এটি কলেজে উন্নীত হয় এবং নামকরণ করা হয় 'শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ'। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটির পুনঃনামকরণ করা হয় 'শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ'। বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুযায়ী কলেজের নামের বানান পরিবর্তন করে ২০২০ সালে "শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ" করা হয়। ২০২৬ সালে প্রতিষ্ঠানটির পুনঃনামকরণ করা হয় **"শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ"**। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কর্নেল পদমর্যাদার একজন সেনা অফিসার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অধ্যক্ষ, তিন জন উপাধ্যক্ষ ও তিনশতাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষকের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান, দিকনির্দেশনা ও পাঠদানে বর্তমানে দশ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত আছে। স্কুল শাখায় নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত (প্রভাতি ও দিবা) এবং কলেজ শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পাঠদান করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি সতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় ইংরেজি মাধ্যমের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ১ম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ইংরেজি ভার্সন চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার একজন দক্ষ সেনা অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছে। জিওসি, লজিস্টিক এরিয়া অত্র কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

এই প্রসপেক্টাস প্রত্যেক ছাত্রী এবং অভিভাবকের জন্য অবশ্য পাঠ্য

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি

১। এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় নির্ধারিত আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসএসসি ফল প্রকাশের পর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে ভর্তি ফরম প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসারে অনলাইন পদ্ধতিতে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয়।

২। বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মেধাক্রম অনুযায়ী ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রসপেক্টাস সংগহ করবে। নির্বাচিত ছাত্রীদের বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রবেশপত্র, এস.এস.সি পরীক্ষা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/রিপোর্ট কার্ড, প্রশংস-াপত্র/ টিসি, পাসপোর্ট আকারের ০২ কপি সত্যায়িত ছবি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

অত্র প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সন ও বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

পালনীয়

- সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হব।
- সর্বদা সত্য বলব এবং সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হব।
- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকব এবং আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব।
- ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মনে ধারণ করব।
- সব ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত নেশা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।
- সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করব এবং আশাবাদী থাকব।
- সর্বদা ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হব।
- বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বয়োঃকনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হব।
- প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদ অপব্যবহার ও নষ্ট করব না।
- যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের বিষয়সমূহ

সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ		
১। বাংলা	২। ইংরেজি	৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
শাখা	শাখা ভিত্তিক অবশ্যিক (৩টি বিষয়)	শাখা ভিত্তিক ঐচ্ছিক (১টি বিষয় নেয়া যাবে)
বিজ্ঞান	৪। পদার্থবিজ্ঞান ৫। রসায়ন ৬। জীববিজ্ঞান/ উচ্চতর গণিত/ প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস	৭। (ক) জীববিজ্ঞান (খ) উচ্চতর গণিত (গ) মনোবিজ্ঞান (ঘ) প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস
মানবিক	৪। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫। পৌরনীতি ও সুশাসন ৬। অর্থনীতি ৭। ভূগোল	৮। (ক) মনোবিজ্ঞান (খ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
ব্যবসায় শিক্ষা	৪। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫। হিসাববিজ্ঞান ৬। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ৭। ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা	৮। (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (খ) অর্থনীতি (গ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষাবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১। ক. একাদশ শ্রেণিতে ২টি পরীক্ষা (অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক) অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি পরীক্ষার পূর্বে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণি অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয়।

খ. দ্বাদশ শ্রেণিতে ২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্-নির্বাচনি ও নির্বাচনি। প্রাক্-নির্বাচনি পরীক্ষার পূর্বে ১টি শ্রেনি অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি পরীক্ষা শিক্ষাবোর্ডের নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

গ। এইচ.এস.সি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ছাত্রীদের নিয়মিত কোচিং এবং মডেল টেস্ট নেয়া হয়। কোচিং ক্লাস করা ও মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ ছাত্রীদের জন্য অবশ্যক।

২। ক. অসুস্থতা বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে কোনো শিক্ষার্থী কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর গড় করে ফলাফল প্রস্তুত করে পাস করলে তাকে প্রোমোশনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ-পদ্ধতিতে পাস করলে শ্রেণিতে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। শ্রেণি অভীক্ষা দিতে ব্যর্থ হলে পুনরায় তা নেয়ার ব্যবস্থা নেই।

খ. যদি কোনো শিক্ষার্থী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে একটি বা দুটি পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাকে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ্রন্থাগার

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষুকে করে উন্মুক্ত। লাইব্রেরি হলো সেই সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার যেখানে সজ্জিত বই জ্ঞানের শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে। শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজে অত্যন্ত সুপরিসরে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। যা কলেজের সম্মানিত শিক্ষক ও সকলের নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায় বর্তমানে কলেজ-লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীবান্ধব হয়ে উঠেছে। মনোরম পরিবেশে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, আইটি, স্বাস্থ্য, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য, জীবনী, গল্পের বই, ধর্মীয় বই, শিক্ষা সহায়ক গ্রন্থসহ বর্তমানে লাইব্রেরিতে প্রায় ৬০০০ হাজার বই রয়েছে। লাইব্রেরি অত্যাধুনিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনায়াসে বই-সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে ও সেই অনুযায়ী বই সংগ্রহ করতে পারে।

সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। এ ছাড়াও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা বই বাসায় নিয়ে যেতে পারে।

ফ্রন্ট অফিস : কলেজের পূর্বদিকে (১নং গেইট) গেইটের পাশে ফ্রন্ট অফিস অবস্থিত। কলেজের যাবতীয় তথ্য এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ফ্রন্ট অফিস সহকারী কলেজের যে কোনো তথ্য প্রদান, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং জরুরি বিষয়ে অধ্যক্ষ ও উপাধক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন।

সহশিক্ষা কার্যক্রম

এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মহীয়সী চারজন নারীর নামে নামকরণকৃত ৪টি হাউজে বিভক্ত হয়ে থাকে। হাউজ চারটি হচ্ছে :

১। রাবেয়া বসরী হাউজ
২। বেগম রোকেয়া হাউজ
৩। নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউজ
৪। শামসুন নাহার মাহমুদ হাউজ

ছাত্রীরা হাউজ অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান কৃতী ছাত্রীদের সংবর্ধনা, মিলাদ মাহফিল, শহিদ দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, শাহীদ লে. আনোয়ার হোসেন এর মৃত্যুবার্ষিকী দিবস ইত্যাদি পালন/উদ্‌যাপন করে থাকে। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মি অনুশীলন ও ক্লাব কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন : বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, তায়কোয়ান্দো, গণিত অলিম্পিয়াড ও সাধারণ জ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি।

এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা বাংলাদেশ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করে থাকে।

তাছাড়া স্বাধীনতা দিবসে হাউসভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্লাসের অবসরে ছাত্রী মিলনায়তনে ও মাঠে ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলার ব্যবস্থা আছে, যেমন : দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি ইত্যাদি। তাছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে দৃষ্টিনন্দন শিশুপার্ক 'কলতান'। প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পালাক্রমে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্বাচনি পরীক্ষার পর শিক্ষা সফর/বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

কলেজের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়সূচি নিম্নরূপ

কাল	উপস্থিতি	ব্যাপ্তি
	কলেজ	
গ্রীষ্মকাল	**সকাল ৭.১০ মিনিট - ১২.৫৫ মিনিট**	১ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর
শীতকাল	**সকাল ৭.৩০ মিনিট - ০১.০০ মিনিট**	১ নভেম্বর থেকে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি

কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা

১। সপ্তাহে সোম ও বুধবার কলেজ শাখার প্রাতঃকালীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের দিন শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে হবে।

২। সমাবেশের দিন ছাড়া অন্য দিনগুলিতে- গ্রীষ্মকালে সকাল ৭.১৫ মিনি থেকে এবং শীতকালে সকাল ৭.৩৫ মিনিট থেকে ১৫ মিনিটের ফর্ম মিটিং ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ফর্ম মিটিং ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম ও ডায়েরি চেক করবেন এবং প্রেষণামূলক আলোচনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।

৩। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালীন সমাবেশ/ফর্ম মিটিং ক্লাসের পর শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। শীতকালে (১ নভেম্বর থেকে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭.৩৫ ঘটিকার মধ্যে কলেজে উপস্থিত হতে হয়।

৪। সমাবেশ ব্যতীত অন্যান্য দিগুলিতে সকাল ৭.১৫ ঘটিকায় ফর্ম মিটিং ক্লাস হয়। সকাল ৭.৩০ ঘটিকা থেকে ক্লাস শুরু হয়। কোনো কারণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষকগণ ফর্ম মিটিং ক্লাসে যাবেন।

৫। নিয়মিত কলেজ কার্যক্রম চালু থাকা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক (কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি)। অভিভাবকের সুপারিশ ছাড়া বিনা কারণে কলেজের অনুপস্থিত থাকলে দৈনিক ৫০.০০ টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। পরপর ৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যাসহ অভিভবকের লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ/ গুরুতর অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণি শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।

৬। ক্লাস চলাকালে কোনো শিক্ষার্থীর বারান্দা, ক্যান্টিন বা মাঠে থাকা নিষিদ্ধ। ক্লাস চলাকালে বা ছুটির আগে কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরে গেলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৭। ডায়েরি, বর্ষপঞ্জি ও সিলেবাস : ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কলেজ ডায়েরি, বর্ষপঞ্জি ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সিলেবাস সংগ্রহ করবে ডায়েরিতে অভিভাবকের ঠিকানা লিখে ও নমুনা স্বাক্ষর নিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিশিক্ষক-কের নিকট জমা দিয়ে স্বাক্ষর যাচাই করে নিতে হবে। ডায়েরি ব্যবহার করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।

৮। কলেজ চলাকালে সকল শিক্ষার্থীকে পরিচয়পত্র দৃশ্যমান অবস্থায় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং নেম প্লেট, শ্রেণি ও হাউজ ব্যাজ দৃশ্যমান রাখতে হবে।

৯। বাসার ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর পরিবর্তিত হলে সাথে সাথে শ্রেণি শিক্ষককে অবহিতকরণপূর্বক ডায়েরিতে লিখে দিতে হবে। জরুরি কোন কারণে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অন্তত দুটো ফোন নম্বর দিতে হবে।

১০। অফ পিরিয়ডে কমনরুমে রক্ষিত খেলাধুলার সামগ্রী ব্যাবহার অথবা লাইব্রেরিতে রক্ষিত বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হলো।

১১। নির্দিষ্ট পোশাক ও সাদা কেডস পড়ে অবশ্যই কলেজে উপস্থিত হতে হবে। পোষাকের রং এবং সাইজ/মাপ-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় কলেজ টেইলর শপ হতে নতুন পোশাক তৈরি করে বিল বেতনের সাথে যোগ করে দেয়া হবে। চুলের কাঁটা/ক্লিপ, ব্যান্ড কালো অথবা সাদা হবে।

১২। কলেজে ভর্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে ইউনিফর্ম পরিধান করে আসতে হবে।

১৩। বোরকা (অবশ্যই অনুমতি সাপেক্ষে) ব্যবহার করলে সাদা রঙের হতে হবে এবং সাদা স্কার্ফ ও সাদা কেডস পড়তে হবে।

বোরকা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, বোরকার আনুসঙ্গিক কাপড়/স্কার্ফ এবং কেডস কলেজ ড্রেসের সাথে মিল রেখে সাদা রঙের হতে হবে। কালো ও অন্য রঙের স্কার্ফ ব্যাবহার করা যাবেনা। কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেসের সময় হতে অবস্থানকালীন সর্বদা মুখমন্ডল খোলা রাখতে হবে, যেন শিক্ষার্থীকে সনাক্ত করা যায়।

১৪। ছাত্রীদের অনলাইন বেতন পরিশোধের শতভাগ সুবিধা রয়েছে।

১৫। অভিভাবক দিবসে সকল অভিভাবকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

১৬। সুনির্দিষ্ট কারণ বা অনুমতি ছাড়া অভিভবকগণের কলেজ-অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোনো নির্দিষ্ট কাজে কলেজে এলেও শ্রেণিকক্ষে অভিভাবকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শুধু অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এর অনুমতি সাপেক্ষে শ্রেণিকক্ষে যাওয়া যাবে।

১৭। শিক্ষার্থীগণ কলেজের পূর্ব-পশ্চিম দিকের জেব্রা ক্রসিং ও ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করবে।

১৮। বছর শেষে ভাল ফলাফলে জন্য মেধা পুরস্কার ও সহপাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ, আচার-আচরণ বিবেচনাপূর্বক 'সেরা ছাত্রী' নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হয়। শতভাগ উপস্থিতির জন্যও পুরস্কৃত করা হয় ও ব্যাজ প্রদান করা হয়।

১৯। টাকা পয়সা নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে। ক্লাস অথবা কলেজ চত্বরে কোনো টাকা-পয়সা, ছাতা, টিফিন বক্স, ঘড়ি ইত্যাদি পাওয়া গেলে তা অবশ্যই উপাধ্যক্ষের কক্ষে জমা রাখতে হবে।

২০। ছুটির পর শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খলভাবে কলেজ পরিত্যাগ করতে হবে।

২১। ক্যান্টিন থেকে টিফিন কিনে খাওয়া যাবে। ডাস্টবিন/ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা যাবে না।

২২। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের ক্যামেরা, আই-প্যাড বা মোবাইল ফোন (বাটন ফোন ব্যতীত) আনা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২৩। কলেজ চলাকালীন অফিস অথবা কলেজের ওয়েব সাইট (**www.sagc.edu.bd**) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে।

২৪। কোনো ছাত্রী **Facebook** কিংবা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

সকল শিক্ষার্থী বেল্টসহ সাদা ফ্রক (শার্টের কালার), সাদা সালোয়ার, সাদা ওড়না; বিজ্ঞানের ছাত্রীদের জন্য সাদা এ্যাপ্রোন, সাদা কেডস, সাদা মোজা।

বোরকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, বোরকার আনুসঙ্গিক কাপড়/স্কার্ফ এবং কেডস কলেজ ড্রেসের সাথে মিল রেখে সাদা রঙের হতে হবে। কালো ও অন্য রঙের স্কার্ফ ব্যাবহার করা যাবেনা। কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় হতে অবস্থানকালীন সর্বদা মুখমন্ডল খোলো রাখতে হবে, যেন শিক্ষার্থীকে সনাক্ত করা যায়।

গার্লস গইড ও রেঞ্জার সদস্যদের ড্রেস

সাদা কামিজ (সবুজ বেল্টসহ) ও সবুজ ওড়না
কার্ডিগান : নেভি ব্লু রং-এর (কালার ছাড়া)
রেঞ্জার সদস্যদের ড্রেস- গার্লস গাইডের মতো, শুধু গলায় লাল স্কার্ফ হবে।

বিএনসিসি সদস্যদের ড্রেস

বিএনসিসি রমনা রেজিমেন্ট প্রদত্ত কমব্যাট/খাকি পোশাক।

বিবিধ নির্দেশনা

সব ধরনের গহনা পড়া নিষিদ্ধ। শুধু কানে চিকন রিং বা ছোট টপস্ পড়তে পারবে।

বড় হাতঘড়ি পড়া, নখ বড় রাখা ও নেইল পলিশ ব্যবহার এবং চুল রং করা নিষিদ্ধ।

কলেজের মনোগ্রাম, ব্যাজ, ড্রেস ও নেম ট্যাগ ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

হাউজের রং : রাবেয়া বসরী - লাল, নওয়াব ফয়জুন্নেসা - সবুজ, শামসুন নাহার মাহমুদ - বেগুনি, বেগম রোকেয়া- নীল (হাউজের নির্ধারিত সাইন কলেজ ক্যান্টিন থেকে পাওয়া যাবে)।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

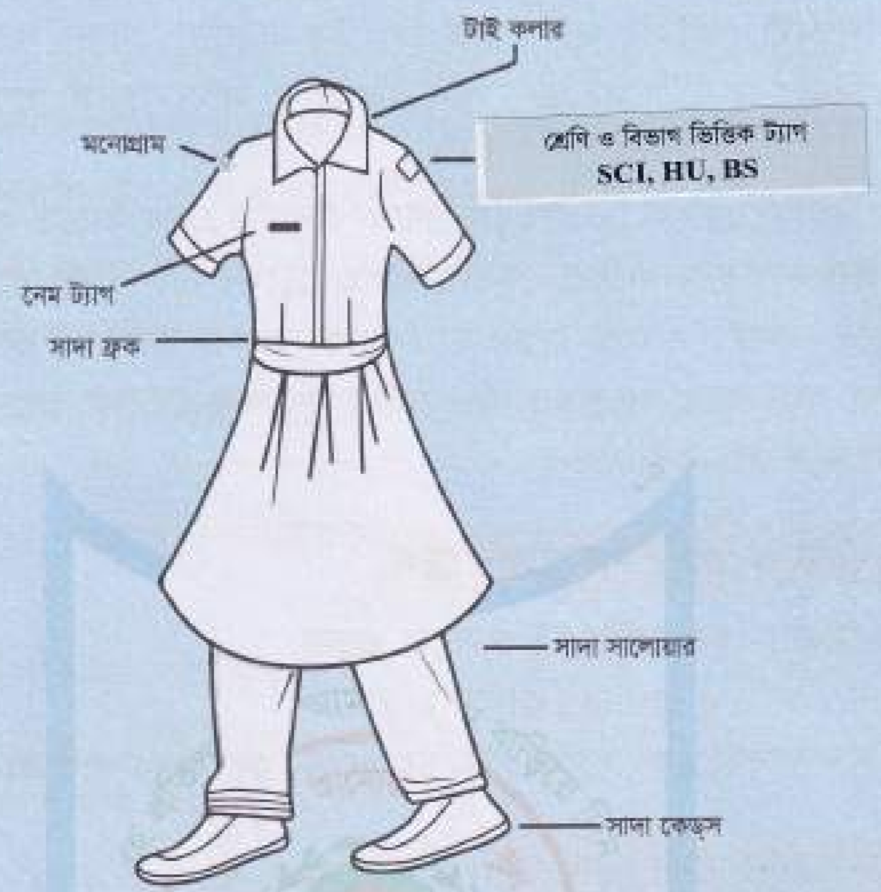

উলের নেভি ব্লু রং এর কার্ডিগান (শীতকালে প্রযোজ্য)

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত

কলার ছাড়া কার্ডিগান

গার্লস গাইড ও রেঞ্জার সদস্যদের ড্রেস

সাদা সালোয়ার, সাদা কামিজ ও সবুজ ওড়না।
রেঞ্জারের ড্রেস গার্লস গাইডের মতোই, শুধু গলায় লাল স্কার্ফ হবে।

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের এ্যাপ্রোন

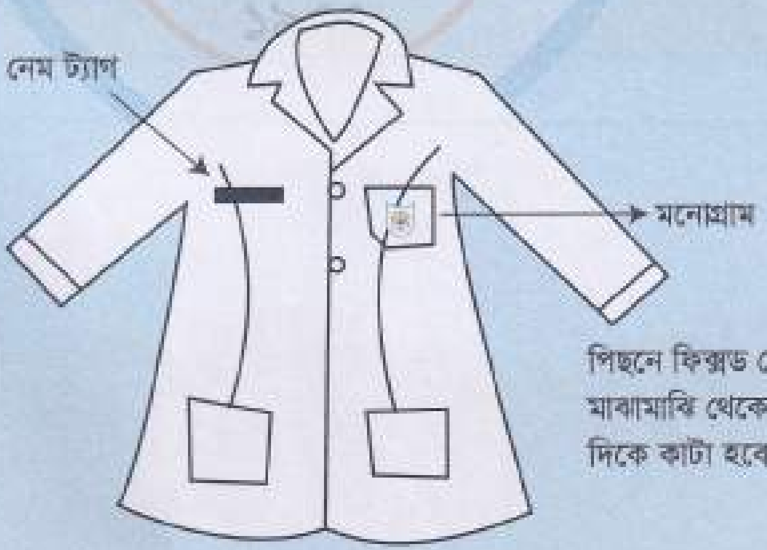

পিছনে ফিক্সড বেল্ট হবে এবং মাঝামাঝি থেকে নিচের দিকে কাটা হবে।

এ্যাপ্রোন : সাদা রং এর ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য।

শাখা সমূহ

একাদশ	দ্বাদশ
বিজ্ঞান :	**বিজ্ঞান :**
১. প্রোটন	১. আলফা
২. নিউটন	২. বিটা
৩. মেসন	৩. ডেল্টা
৪. পজিট্রন	৪. ওমেগা
৫. কপেট্রন	৫. থিটা
৬. স্পেকট্রাম	৬. পাই
৭. কোয়ান্টাম	৭. ফাই
মানবিক :	**মানবিক :**
১. ভেনাস	১. গ্যালাক্সি
২. নিহারিকা	২. শুকতারা
ব্যবসায় শিক্ষা :	**ব্যবসায় শিক্ষা :**
১. জুপিটার	১. নেপচুন
২. অরবিট	২. প্লুটো
৩. মার্স	৩. টাইটান
৪. মার্কারি	৪. নোভা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬
বিতরণী

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।

দূরালাপনি : ৯৮৭৭৭৩৬, ৮৮৭১২৭৪, বর্ধিত : ৭৭০৩।

www.sagc.edu.bd, E-mail : sagc1957@gmail.com